"সম্পাদকীয়"

মানব সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নদীগুলি। সমস্ত প্রাচীন শহর এবং বড়-বড় সভ্যতা যেমন সিন্ধু উপত্যকা, উর্বর চন্দ্রকলা এবং অন্য সভ্যতা-গুলি, নদী উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল। মিষ্টি জল, খাদ্য, নৌকায় পরিবহন - এই সবই নদী তীরবর্তী হওয়ার জন্য সম্ভব হয়েছিল। প্রথম কৃষিকাজও সম্ভবত কোনো নদী বা হ্রদের পাশে শুরু হয়েছিলো।

যেমনভাবে আমাদের নদীর প্রয়োজন, তেমনি সকল প্রাণী ও উদ্ভিদজগতও নদীর উপর নির্ভর-শীল। তাই মাছ, উদ্ভিদ ও অন্য প্রাণীর জীববৈচিত্র্য সর্বদা মিষ্টি জলের উৎসগুলির কাছাকাছি বেশি থাকে - যেমন নদীর ধারে। কিন্তু বাঁধ, ভবন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দূষণের কারণে নদীগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। এই সংখ্যায় আমরা নদীর প্রাণী, দূষণ এবং কীভাবে নদী একটি বাস্তুতন্ত্রে জীবন নিয়ে আসে, সে সম্পর্কে আলোচনা করছি।

প্রথম লবটুলিয়া ও এই সংখ্যার মধ্যে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তবে আমরা আশা করি প্রতি দুই মাসিক লবটুলিয়া আপনার কাছে পৌঁছাবে। আমরা আশা করি, এই ধারা আগামী বছর ও পরবর্তী বছর ধরে চলবে।

শুভ পাঠ!

- অনুপা রায়

সম্পাদকীয় দল

সম্পাদকীয় পরামর্শদাতা - অনুপা রায়
ডিজাইনার ও সমন্বয়কারী - দ্যুতি কর্মকার
অবদানকারী - আরিজিত চট্টোপাধ্যায়, বর্ণমালা রয়, শ্রীদীপ্ত মান্না
অনুবাদক - ঈপসিতা দাস আর অন্যেরা
চিত্রশিল্পী - দ্যুতি কর্মকার, শ্রীদীপ্ত মান্না
প্রকাশক - অর্জন বসু রায়

কিভাবে জন্ম নিলো নদীর ডলফিন

অনুপা রয়

একটি ছিল নদী। তার জল ছিল স্বচ্ছ, ও মিষ্টি। নদীর দুই পাড় ছিল চওড়া ও বালিতে ঢাকা । এর দু পাশে বেড়ে উঠেছিল অনেক গাছ ও জঙ্গল। পশুরা আসত নদীর মিষ্টি জল পান করতে। আর মানুষেরা আসত মাছ ধরতে কারণ নদীতে ছিল অনেক ধরনের মাছ। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অনেক ছোটো-ছোটো গ্রাম ছিলো। সেই গ্রামের একটি মেয়ে নদীকে খুব ভালোবাসতো। সে ছিলো খুব দয়ালু, ও সুন্দর মনের মেয়ে। প্রায়ই তার মায়ের বানানো মিষ্টি, সে অন্য বাচ্চা-দের মধ্যে ভাগ করে দিতো। আর সে তার ছাগলগুলোকে নদীর ধারে ঘাস খাও-য়াতে নিয়ে যেতো।

ছাগলগুলো যখন ঘাস খেতো, তখন মেয়েটি নদীর দিকে চেয়ে ভাবত -"এই নদী কত সুন্দর-সুন্দর জায়গা দিয়েই না বয়ে চলেছে, আর কত সুদৃশ্য জিনিসই না এই নদী দেখে বেড়ায়। নদীর মাছগুলিও কত ভাগ্যবান,তারা জোয়ারের জলের সাথে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে পারে।" সে বিস্মিত হয়ে ভাবত আর স্বপ্ন দেখ-তো সেই সব সুন্দর জায়গা গুলোর।

সেই গ্রামেই একটা লোভী ছেলে বাস করতো। সে কোনো কাজে কাউকে সাহায্য করতে পছন্দ করতো না। পশুচারণও করতো না আর ধানখেতেও কাজ করতো না। সে সবসময় ছোটো বাচ্চাদের থেকে খেলনা ও মিষ্টি ছিনিয়ে নিতো। সে মানুষদের বাগানে ঢুকে গাছ থেকে ফল চুরি করতো । সেই ফলের সব খেতে না পারলেও কারোর সঙ্গে ভাগ করতো না, নদীর জলে ফেলে দিতো। সেইজন্য তার কোনো বন্ধু ছিলো না। গ্রামের ছেলেমেয়েরা নদীতে সাঁতার কাটতে নামলে সে ভয় দেখাতো - পা ধরে টানতো - - আর বলতো - "আমি রাক্ষস ! এটা আমার নদী, এখান থেকে চলে যাও!

ছেলেটি ওই মেয়েটিকে হিংসে করতো কারণ সবাই তাকে পছন্দ করতো। যখনই সেই মেয়েটিকে নদীর ধারে বসে থাকতে দেখতো, ছেলেটি তার চুল টেনে দিতো, জলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতো - এই ভাবে মেয়েটিকে খুব বিরক্ত করতো।

সবার চোখের আড়ালে, অজানা এক নদীর পরী, তীরে হওয়া ওই ঘটনাগুলি দেখতো। সে পাহাড় থেকে সমুদ্র, জলের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে, নদীর মধ্যে বা তার তীরে বসবাসকারী প্রাণীদের উপর নজর রাখতো। সে দেখতো গ্রামের মানুষরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত, মাছগুলিকে নদীর জলে খেলতে, আর নদীর ওপর ভাসমান নৌকাগুলোকে জলের উপর চলাচল করতে দেখতো। কিন্তু সেই নদীর পরী সবথেকে পছন্দ করতো বাচ্চাদের খেলা দেখতে, সাঁতার কাটা দেখতে ও মাছ ধরা দেখতে। এগুলো তাকে আনন্দ দিত কারণ সে ছিল জীবনদাতা, সে ছিল নদীর আত্মা। নদীর পরী ওই দয়ালু মেয়েটিকে প্রায়ই দেখতো নদীর ধারে বসে থাকতে আর দেখত মেয়েটি তার খেলনা ও মিষ্টি সবাইকে ভাগ করে দিচ্ছে। নদীর পরী জানত মেয়েটি নদীর বয়ে চলা নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে এবং মেয়েটি যখন নদীর কাছে আসত নদী তার নিজের স্রোত ও গতি ধীর করে দিতো।

নদীর পরী সেই লোভী ছেলেটিকেও দেখতো, সে অন্যের থেকে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয়, নষ্ট করে - এটা দেখে নদীর পরীর খুব দুঃক্ষ ও রাগ হতো। এক বর্ষায় নামল প্রবল বৃষ্টি। নদী দ্রুত গতিতে বয়ে চলল। ধানখেত প্লাবিত হয়েছিল, গ্রামেও জল ঢুকেছিল। মানুষজন মাঠে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং শিশুরাও তাদের বাবা-মাকে সাহায্য করছিল। নদীর পরী সবই দেখেছিল - সে জানতো তার জলের উচ্চতা বেড়ে গেলে গ্রামে জল ঢুকে যেতে পারে। কারণ সবকটা গ্রামই নদীর খুব কাছের। নদীর পরী দেখলো সেই ভালো মেয়েটি গ্রামের সবচেয়ে উচু স্থানে তার ছাগলগুলোকে নিয়ে উঠেছে।

মেয়েটি নীচে দ্রুত প্রবাহিত জল দেখতে পেলো। তার বাবা-মা আগেই তাকে বলেছিলো এই নদীটি বর্ষায় সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়। মেয়েটি আগে কখনো সমুদ্র দেখেনি। সে শুধু নদী সম্পর্কেই জানতো। এদিকে মেয়েটি খেয়াল করেনি যে ছেলেটি তার পিছু নিয়েছে। তখন দুষ্টু ছেলেটি পেছন থেকে তাকে জোরে ধাক্কা দিলো । ভার সাম্য হারিয়ে মেয়েটি নদীতে পড়েগেল। জলের ঘূর্ণির মধ্যে সে তার মাথাটা তুলে রাখার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু দক্ষ সাঁতারু হওয়া সত্ত্বেও তার পক্ষে কাজটা কঠিন হয়ে দাড়ায়।

এমন সময় নদীর পরী মেজাজ হারিয়ে ফেলে। সে একটি উচ্চ তরঙ্গের সাহায্যে এসে ছেলেটির পা জড়িয়ে টেনে নিতে থাকে। হঠাৎ দেখা যায় যে সেখানে কোনো ছেলে নেই,আছে কেবল একটা অজগর সাপ। অজগরের অর্ধেক অংশ জলের ভিতর ও অর্ধেক অংশ জলের বাইরে।

সাপটা জলের মধ্যে সংগ্রাম করা মেয়েটির কাছে পৌঁছায়। সাপটি তার বড়ো মুখ খুলে মেয়েটিকে গিলে ফেলে। ঢেউগুলো ঘুরে ঘুরে তীরে এসে আছড়ে পড়ে । হইচই শুনে, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরাও নদী তীরে ছুটে আসে - তারা দেখে অজগর সাপটি মেয়েটিকে গিলে ফেলেছে। তারা একটি লম্বা দড়ি দিয়ে অজগরটিকে বেঁধে ফেলে, একটি ধারালো কাস্তে দিয়ে সাপটির পেট কেটে ফেলে।

ক্রন্দনরত মেয়েটি অজগরের পেট থেকে বেরিয়ে আসে। পরিষ্কার হওয়ার জন্য সে জলের প্রচন্ড স্রোতের কথা ভুলে যায় ও নদীতে লাফ দেয়। কিন্তু গ্রামবাসীরা মেয়েটির পরিবর্তে সুন্দর বোঁচা নাকওয়ালা ডলফিন দেখতে পায়, যার ত্বক মসৃণ, পরিষ্কার এবং মুক্তোর মতো ঝকঝকে।
ডলফিনটি একবার প্রদক্ষিণ করে ঢেউয়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। গ্রাম-বাসীরা সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করেও ভালো মেয়েটিকে বা লোভী ছেলেটিকে দেখতে পায়নি। কিন্তু কখনো-কখনো তারা ডলফিনটিকে জলে খেলা করতে দেখে।
এই ভাবেই হয়তো একদিন নদীর ডলফিনদের সৃষ্টি হয়।

---"কম্বোডিয়ান ফোকটেল অব দ্য ডলফিনস অফ রিভার মেকং" লোককথা থেকে গৃহীত।
সমস্ত নদী ও মিষ্টি জলের ডলফিনরা নিজেদের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত। কিছু-কিছু তীক্ষ্ণ নাক বিশিষ্ট এবং কিছু-কিছু ভোঁতা নাক বিশিষ্ট। এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার বৃহৎ নদীগুলিতে এদের পাওয়া যায়, নদী দূষণের কারণে, জেলেদের জালে বা মোটরবোটের প্রপেলারে এদের প্রাণসংশয়ের ঝুঁকি রয়েছে।

বই পর্যালোচনা

বর্ণমালা রয়

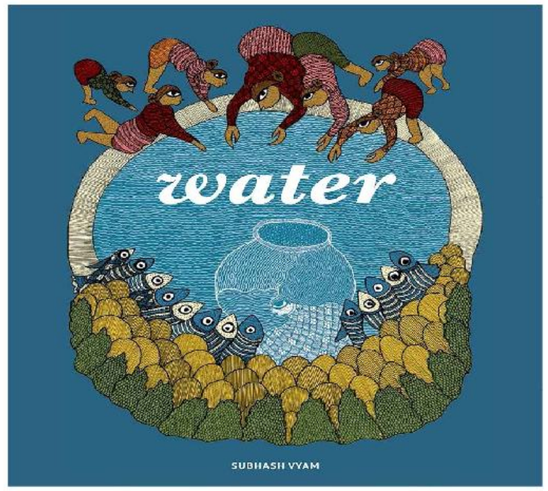

ওয়াটার

গীতা উলফের সাথে সুভাষ ব্যাম

তারা বই

https://tarabooks.com/shop/water/

বয়স: ৭ +

"আমাদের বাঁচার জন্য প্রকৃতির দরকার – জল, সূর্য, বাতাস – কিন্তু প্রকৃতির আমাদের দরকার নেই। প্রকৃতি আমাদের প্রতি উদার, কিন্তু তার কিছু শর্ত আছে, যা আমাদের সম্মান করতে হবে।"

গোণ্ড শিল্পী সুবাস ভ্যাম মধ্যপ্রদেশের পাতানগড়ের কাছে সোনপুরি গ্রামে বড়ো হয়েছেন। তার গ্রামে সবসময়ই জল কম ছিল, কিন্তু বৃষ্টি ও নদী-উপনদী থেকে আসা একটি হ্রদ তাদের জল সরবরাহ করত। গ্রীষ্মকালে যখন হ্রদ শুকিয়ে যেতো, তখন মহিলাদেরকে জল খুঁজতে অনেক দূরে যেতে হতো। তাই গ্রামবাসীরা শিখেছিল যে জল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে সম্মান করতে হবে। গীতা উলফের সঙ্গে লেখা, ভ্যামের ছবি বই "ওয়াটার" (জল)-এ, অসাধারণ চিত্রগুলো শহর ও গ্রাম বাসিন্দাদের জীবনকে তুলে ধরে । শহরের বড়ো চাহিদার জন্য আরও বেশি জল দরকার হয়, এবং গ্রামবাসীদের নদীর উপর একটি বাঁধ তৈরি হলে শহরের চাহিদা মেটাতে জল কমে যায়, ফলে গ্রামের মানুষ কষ্ট পায়। যখন আমরা প্রয়োজনের বেশি নিই, তখন তা প্রকৃতির ওপর কী প্রভাব ফেলে? এটি আমাদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ভ্যাম এবং উলফ তাদের বইয়ে এই ধরনের অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করেছেন।

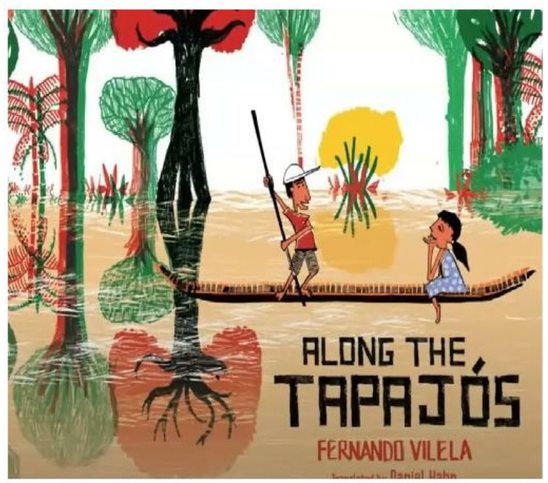

অ্যালং দ্যা টাপাজোস

ফার্নান্দো ভিলেলা (লেখক, চিত্রকর), ড্যানিয়েল হ্যান (অনুবাদক)

https://www.amazon.in/Along-Tapajos-Fernando-Vilela/dp/1542008689

বয়স: ৪ - ৬ বছর

আমাজনের রেইনফরেস্টে টাপাজোস নদীর পাশের রাজ্যে, মানুষ উঁচু খুঁটির ওপর নির্মিত বাড়িতে থাকে, নৌকায় চলাচল করে, এবং খোলা আকাশের নিচে স্কুলে পড়াশোনা করে। শীতকালে ভারী বৃষ্টিপাতে নদীর জল বেড়ে যায়, তখন মানুষরা শুকনো জমিতে চলে যায়, কিন্তু তাদের বাড়ি রেখে, বাকি সবকিছু নিয়ে যায়। পারার দুই ভাইবোন, কাউআ এবং ইনায়, স্কুলে যাওয়ার পথে নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া ডলফিনদের মজা উপভোগ করে।

একদিন, স্কুলে থাকাকালীন হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়, এবং তারা বুঝতে পারে শীত এসে গেছে। তারা বৃষ্টির মধ্যে নৌকা চালিয়ে বাড়ি ফিরে আসে এবং দেখে তাদের বাবা-মা গ্রীষ্ম না আসা পর্যন্ত শুকনো জমিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শিশুরাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু তারা তাদের পোষা কাছিম টিটির কথা ভুলে যায়। তাদের পোষা প্রাণীর জন্য চিন্তিত হয়ে, কাউআ এবং ইনায় চুপিসারে নৌকা চালিয়ে টিটিকে আনতে ফিরে যায়। কিন্তু তারা এবং টিটি কি এই অভিযানে বেঁচে থাকবে?
বইটির চিত্রগুলি টাপাজোস নদীর মতোই মনোমুগ্ধকর এবং প্রাণবন্ত। ছোট পাঠকরা শিখবে কীভাবে ভিন্ন সম্প্রদায়গুলি প্রকৃতির সাথে মানিয়ে নিয়ে জীবনযাপন করে এবং কৃতজ্ঞ থাকতে শেখায় ।

জারা আর জয়ী

শ্রীদীপ্ত মান্না

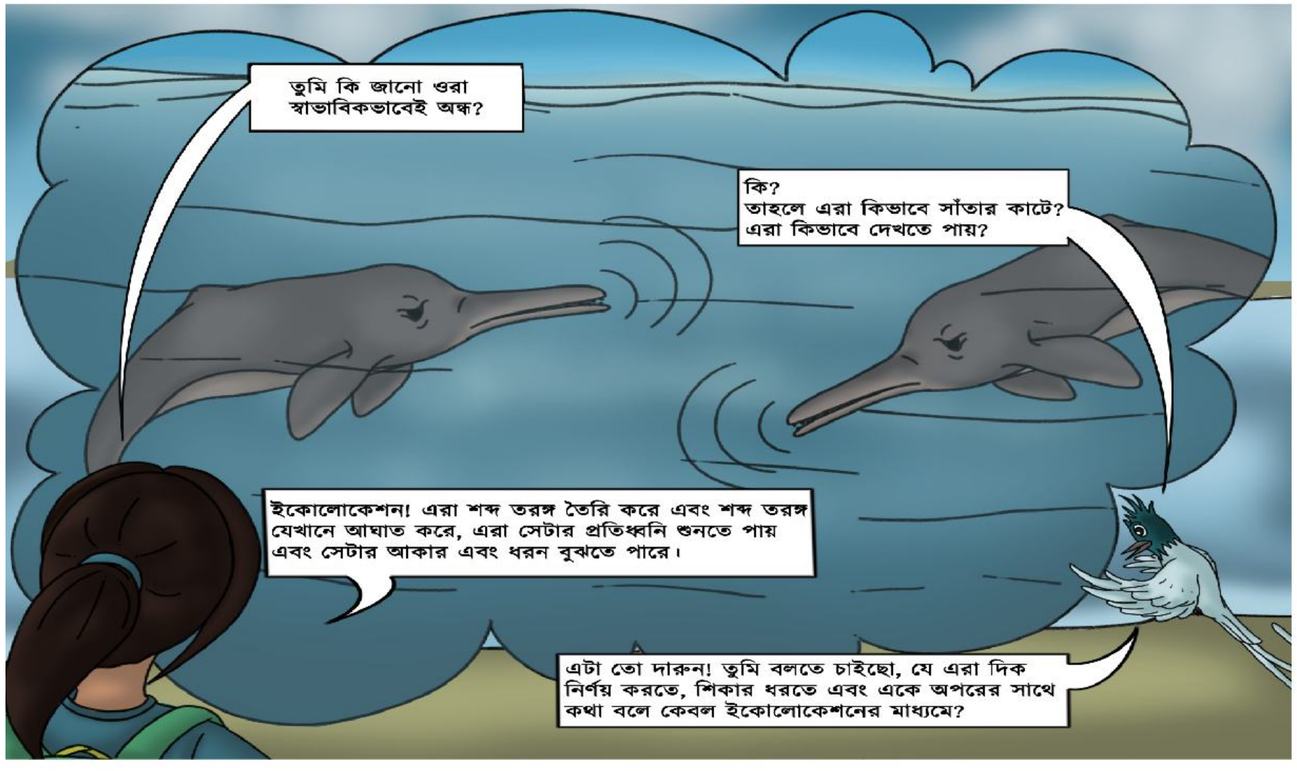

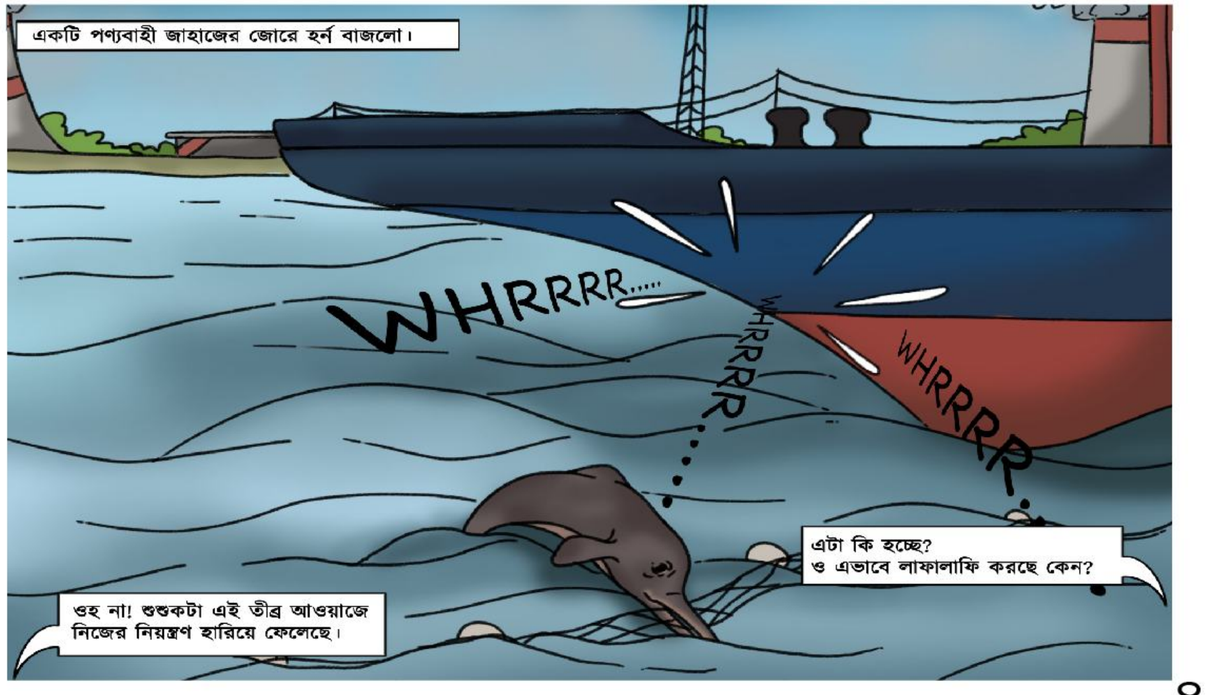

ও তো জালে আটকে গেছে।
আমাদের কি করা উচিত?

চলো,ওকে মুক্ত করার উপায়
খুঁজে বের করতে হবে।

কিভাবে?
জাল কাটলে তো জেলে রাগ
করবে।

দয়া করে এই শুশুকটিকে
মুক্ত করুন।

সবসময় এই শুশুক গুলো
আমার জালে আটকে যায়।

জাহাজের হর্নের আওয়াজের কারণে
এটা হয়েছে।
দয়া করে একে মুক্ত করে দিন।

ঠিক আছে। কিন্তু আমার
জালের টাকা কে দেবে?

এ অন্ধ।
আপনি জাল না কেটেই
একে মুক্ত করতে পারবেন।

আমি আশা করি, নদীতে এত শব্দ
আটকানোর কোনো উপায় রয়েছে।
জলও অনেক নোংরা। এসবের জন্যই
এত গাঙ্গেয় শুশুক মারা যাচ্ছে।

বিদায় শুশুক।

চলো আমরা সবাইকে জানাই।হতে পারে
জাহাজগুলিকে কম শব্দ করতে বলা যেতে পারে,
তাহলে শুশুকগুলি স্বাভাবিকভাবে প্রতিধ্বনি করতে
পারবে ও আনন্দে থাকতে পারবে।

তুমি তো খুব চালাক জয়ী।
হ্যাঁ চলো নদী কর্তৃপক্ষকে
লিখে জানাই।

খবর পড়ো পিন্টু ও পাপার সাথে

দ্যুতি কর্মকার

ঘড়িয়াল কি বিলুপ্তির পথে এগোচ্ছে?

অনেক আগে, ঘড়িয়াল নামক বিশাল মাছখেকো সরীসৃপ, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ ভুটানের অনেক নদীতে বাস করতো। অতিরিক্ত শিকার, মাছ ধরা এবং মানুষের বসতি গড়ে ওঠার কারণে তারা এখন সংকটাপন্ন। ১৯৪০ সালে এদের সংখ্যা ছিলো ৫০০০, যা এখন কয়েকশতে নেমে এসেছে। বর্তমানে তারা কেবল ভারত ও নেপালের নদীগুলিতে টিকে আছে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের গন্ডক নদীতে ঘড়িয়ালের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল রয়েছে, কিন্তু তারা মানুষ এবং কুকুরের দ্বারা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে : কুকুর তাদের প্রাকৃতিক শিকারি না হওয়া সত্তেও ডিম খেয়ে ফেলছে। প্রশাসন তাই ঘড়িয়ালদের রক্ষা করতে টহল দিচ্ছে এবং ডিম পর্যবেক্ষণ করছে। ১৫ জুন ২০২৪ সালে একটি বাসা থেকে ৩৩টি ডিম সফলভাবে ফুটেছে এবং সব বাচ্চা কচ্ছপগুলিকে একই নদীতে ছাড়া হয়েছে।

ডলফিন বিপদের মুখে!

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ব্রাজিলের লেক তেফেতে ১৫০টির বেশি অ্যামাজনের সংকটাপন্ন গোলাপি এবং টুক্সি নদীর ডলফিন মারা যায়। তীব্র খরার কারণে জলের তাপমাত্রা ৩৯°C-এর ওপরে উঠেছিল, যা সম্ভবত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘটেছে। ২৪ অক্টোবর ২০২৩, নদীর ডলফিন দিবসে, ভারত সহ ৯টি দেশ "গ্লোবাল ডিক্লারেশন অফ রিভার ডলফিনস" সই করেছে এবং ডলফিনের সংখ্যা হ্রাস প্রতিরোধ, সুরক্ষিত নদী, আবাস তৈরি ও সচেতনতা ছড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

উড়িষ্যার চিলকা হ্রদে ইরাবতী ডলফিন পর্যটনের কারণে বিপদগ্রস্ত। ট্যুরিস্ট নৌকা, ডলফিনদের কাছ থেকে দেখার জন্য তাদের নিকটে চলে আসে, যা আঘাত করার ঝুঁকি তৈরি করে। তাছাড়া, মাছ ধরার জালে আটকা পড়লে ডলফিন মারা যায়। প্রশাসন দায়িত্বজ্ঞানহীন নৌকা চালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার এবং আঘাতপ্রাপ্ত ডলফিনদের চিকিৎসার জন্য উদ্ধার কেন্দ্র তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যার ফলে ২০০৩ সালে ৯০টির কম ডলফিন ছিল, ২০১৬ সালে তা ১৫৪টিতে পৌঁছেছে।

নদীর গর্জন !

উত্তর লাদাখে, অপ্রত্যাশিত বৃষ্টিপাতের কারণে শ্যাওক নদীর জল হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় একটি টি-৭২ ট্যাংক ভেসে যায়, ফলে সৈন্যদের মৃত্যু ঘটে। অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া, যেমন ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিত বন্যা, আরও প্রবল হয়ে উঠছে। এসব আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে সবকিছু ধ্বংস হতে পারে এবং সামরিক অভিযানে প্রভাব পড়তে পারে, যা জীবনের ঝুঁকি বাড়ায়। আমাদের গ্রহের উপর বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল সূর্যের উষ্ণতা ধরে রাখে আর পৃথিবীকে জীবনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। কিন্তু বর্তমানে মানুষের কর্মকাণ্ড প্রচুর পরিমাণে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত করছে, যা বায়ুর চাদরকে আরও প্রশস্ত করছে যা অতিরিক্ত তাপ আটকে ফেলছে। এই অতিরিক্ত তাপ জমা হওয়ার ফলে অস্বাভাবিক আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে যা পৃথিবীর সব জীবকে প্রভাবিত করছে। উদাহরণ হিসেবে খরা, তাপপ্রবাহ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, যা বিশ্বজুড়ে পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

বাঁধের বিরুদ্ধে, কিন্তু উন্নয়নের বিরুদ্ধে নয়

ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ, পরিবেশবিদ এবং পর্যটন উদ্যোক্তারা নেপালের ত্রিশূলি নদীর ধারে একত্রিত হন একটি প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরোধিতা করতে। তাদের ভয়ের কারণ - ড্যামটি নদীর পরিবেশ এবং নদীর ওপর নির্ভরকারী প্রাণীদের ক্ষতি করবে। তারা উন্নয়নের বিরোধী নয়। কেবল নদীগুলিকে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে চায়।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল বলেছিলেন যে বনভূমির আইন মানুষের উন্নয়নকে বাধা দেয়।

বাঁধ অনেক উপকারী— জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ উৎপন্ন এবং নদীতে নৌকা চলার জন্য সাহায্য করে। তবে, অতিরিক্ত জল বন্যা সৃষ্টি করে, বনভূমি ও জলাভূমি ধ্বংস করে, প্রাণীদের ঘর-বাড়ি ভাসিয়ে, নদীর পথ বদলে দেয়, মাছের চলাচল ও ডিম পাড়তে সমস্যা করে। জলাশয়ের জল নষ্ট হয়ে যায়, আর জলের তাপমাত্রা ও অক্সিজেনের মাত্রা বদলে যায়, যা জলজ প্রাণীদের জন্য ক্ষতিকর।

প্রকৃতি আমার প্রতিবেশী

আমাদের ছোটো নদী

অরিজিত চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমার বাড়ি ছিল কালীঘাট অঞ্চলের টালিনালার ঠিক পাশেই। বেশীর ভাগ সময়ই সেখান দিয়ে কালো জল বইলেও জোয়ারের সময় সেই জল বেশ পরিষ্কার হয়ে যেত। আর দেখতাম আশেপাশের পাড়ার ছেলে মেয়েরা জাল নিয়ে মাছ ধরতে নেমে গেছে। অত ছোটবেলায় ওরা ঠিক কি মাছ ধরছে সেটা খুব একটা বোঝার বয়েস না হলেও এই টুকরো ঘটনাটা মনে রয়ে গেছে।

এরপর টুকটাক নদীর সাথে দেখা সাক্ষাৎ চলতে থাকলেও আমার জীবনের মোড় ঘুরে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শুরু করার পর বাঁকুড়া জেলার দারকেশ্বর নদীর সাথে পরিচয় হওয়ার পরে লাল মাটি আর পাথুরে জমির মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলা এক নদী দারকেশ্বর। রুক্ষতার সৌন্দর্য কতটা মোহময় হতে পারে তা সেদিন প্রথম অনুভব করি, আর তার সাথে বুঝতে পারি এক ছোট গ্রাম্য নদীর বাস্তুতান্ত্রিক মাহাত্ম। দারকেশ্বর নদীর মাছ তো সেখানকার মানুষেরা ধরতই, কিন্তু তার সাথে এই নদীর অন্যতম গুরুত্ব ছিল তার দুই পাড় বরাবর বিস্তৃত জঙ্গল। নদী বয়ে চলার কারণে তার দুপাশের গাছপালা আর কাটা হয়নি। আর কিছু জায়গায় বনদপ্তর শাল গাছের জঙ্গল তৈরি করেছে। ফলে সেই জঙ্গল ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে শেয়াল, ভাম, বনবিড়াল, বিভিন্ন সাপ, গোসাপ, মদনটাক, শামুকখোলের মত বড় বড় পাখিদের (বিভিন্ন ছোট ছোট পাখি তো আছেই), নিরাপদ আস্তানা। কিভাবে এক নদী তার দুই পাড়ের খুব ছোট জায়গাই বিভিন্ন বন্যপ্রাণীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস হবার নয় ।

আসলে নদী আমার পিছু ছাড়েনা। দারকেশ্বরের সাথে-সাথে সেই সময় আর একটা নদীর সাথেও আমার সখ্যতা গড়ে ওঠে। তার নাম, দামোদর। হাওড়ার আমতা অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে এই নদীর সাথে মোলাকাত এবং মাছের বৈচিত্র্য সংরক্ষণে; সেখানকার বাস্তুতান্ত্রিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় দামোদরের ভুমিকা ঠিক কি তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা হয়। হাওড়ার আমতা অঞ্চলের জমি অন্যান্য জায়গার চাসজমির থেকে বেশ কিছুটা নিচু যা বিল নামেই বেশী জনপ্রিয়। বর্ষায় দামোদরের জল ফুলে ফেঁপে দুকুল ছাপিয়ে পাশের এই বিল জমিতে ঢুকে পড়ে আর তার সাথে ঢুকে পড়ে বিভিন্ন ধরণের মাছ, যেমন, মৌরলা, পুঁটি, খলসে, পাঁকাল, ন্যাদোশ, বোয়াল, ধোপাচি, কাঁকলেশ ইত্যাদি, যারা আগামী ৩-৪ মাস মূলত এই বিলের মধ্যেই থাকে এবং ডিম পারে। স্থানীয় জেলেরা সেই মাছ ধরে বিক্রি করে আর কিছু মাছ জল নেমে গেলে আবার নদীতে ফিরে যায়। শীতের সময় বিলে জল থাকে না। সে আবার অন্য এক রূপ তার । বিভিন্ন ধরণের সবজি চাষের ফলে এক সময়ের জলে ঢাকা বিল সবুজে সবুজে ছয়লাপ হয়ে যায়। এই গল্প গুলো নিয়ে একটু গভীরে ভাবলেই বোঝা যাবে নদী নালা খাল এই সবই আমাদের জীবনের অঙ্গ। আমরা শুধু গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী এই সব নদীর কথাই স্কুলের ভূগোল বইতে পড়ে এসছি কিন্তু এই সব নদী ছাড়াও আমাদের বাড়ির কাছাকাছিই রয়েছে ইছামতী, রূপনারায়ন, চূর্ণী, মাথাভাঙ্গা, গন্ধেশ্বরী, কেলেঘাই তিস্তা,জলঢাকা, রায়ঢাক ইত্যাদি নদী আর তারসাথে লতায় পাতায় জড়ানো হাজারো খাল, বিল বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব অপরিসীম। আর আমরা চাইলেই আমাদের বাড়ির পাশের নদী আর সেখানকার জীববৈচিত্র্য আমরা নিজেরাই পর্যবেক্ষণ করতে পারি আর সময়ের সাথে সাথে তার পরিবর্তনের নথি তৈরি করতে পারি।

পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রাপ্ত চিঠি:

--- "ম্যাগাজিনটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। এতে একটি গভীর সতর্কবার্তা রয়েছে যে, যদি আপনি প্রকৃতি এবং এর উপাদানগুলিকে ক্ষতি করেন, তবে প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ নেবে। এটি সোহায়কের মতন চারপাশে যা ঘটছে তা বোঝাতে পারবে এবং মানুষকে, পাখি এবং প্রাণীজগতের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শেখাবে। এটি শেখায় যে প্রকৃতিকে অনুভব করতে আপনাকে দূরে যেতে হবে না ! এটি একেবারে আপনার চারপাশেই আছে ! শুধু তা দেখার জন্য চোখ প্রয়োজন। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের প্রতি ছোট-ছোট সহানুভূতির কাজগুলো মানবতার বীজ বপন করতে সাহায্য করবে।"

~ সিনিয়র শিক্ষক,
ডি.পি.এস ইন্টারন্যাশনাল

আপনার পরিবেশ সম্পর্কে মতামত ও অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করুন। আমরা তা আগামী ম্যাগাজিনের সংখ্যায় ছাপাতে পারি!
লবটুলিয়ার সম্পাদক-কে চিঠি পাঠান।

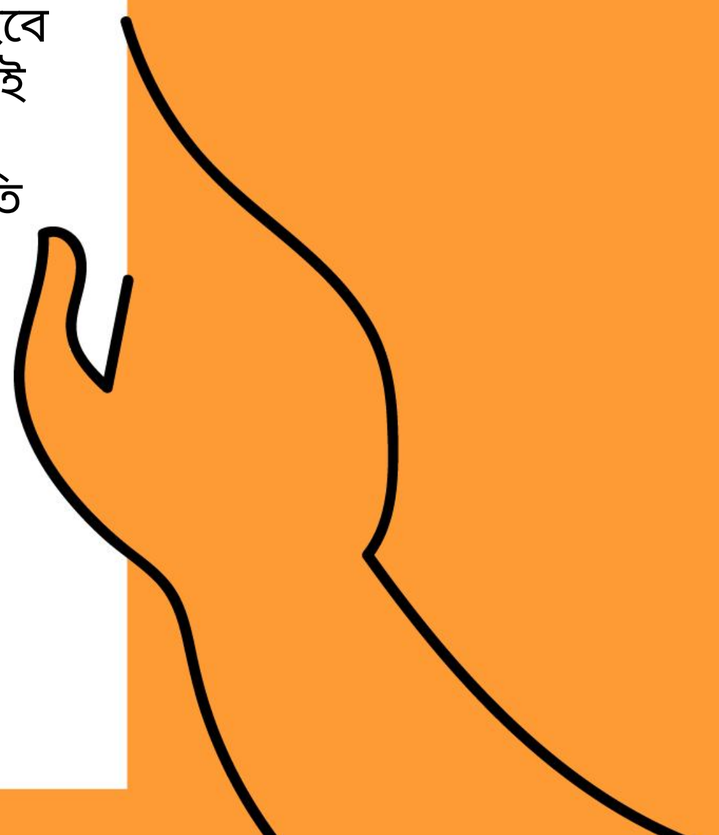

NATURE MATES

be nature's mate

Published by: The Secretary, Nature Mates Nature Club
6/7 Bijoygarh Kolkata 700032. Dial: 9874357414/9874490719
email: lobtulia@naturematesindia.org
www.naturematesindia.org
url: https://naturematesindia.org/lobtulia/